ন্যায় সম্মত অনুমিতি লক্ষণের ব্যাখ্যা ও বিচার

অনু পূর্বক ‘মা’ ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করে অনুমান পদটি সাধিত হয়। ‘অনু’ এই উপসর্গটির অর্থ ‘পশ্চাৎ’ এবং ‘মা’ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। হেতুজ্ঞান হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞানকে ভিত্তি করে যে যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাকে অনুমা বা অনুমিতি বলে।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতমের মতে, ‘প্রত্যক্ষ পূর্বক’ যে যথার্থজ্ঞান তাকেই অনুমিতি বলে। তবে এখানে প্রত্যক্ষপূর্বক বলতে যেকোন প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞানকে অনুমিতি বললে শব্দ প্রমাণরূপ প্রত্যক্ষপূর্বক শাব্দবোধ ও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। সুতরাং উক্ত ‘তৎ’ শব্দে প্রত্যক্ষ বিশেষকে বুঝতে হবে। ইহাই মহর্ষির অভিমত। পরবর্তীকালে ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎসায়ন বলেছেন, ‘তৎপূর্বক’ - এই পদের দ্বারা লিঙ্গ (হেতু) ও লিঙ্গির(সাধ্যের) সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ বুঝতে হবে। পরবর্তী অন্যান্য নৈয়ায়িকদের বক্তব্য প্রায় একই রকমের।

এখন নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট (তর্কসংগ্রহকার) অনুমিতির লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতিঃ’ অর্থাৎ পরামর্শ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকেই অনুমিতি বলে। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ থেকে জাত, কিন্তু অনুমিতি পরামর্শ থেকে জাত বলায়, প্রত্যক্ষের সাথে অনুমিতির যে পার্থক্য আছে তা বোঝা গেল। কিন্তু অনুমিতির এরূপ লক্ষণ করলে সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে অনুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। গ্রন্থকার অন্নংভট্ট বিষয়টিকে নিম্নরূপভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছেন।

ধরাযাক্ কোনো ব্যক্তি অস্পষ্ট আলোকে দূরে কোন মানুষকে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। স্পষ্টভাবে দেখতে না পাওয়ায় প্রথমে তার মনে সংশয় হবে - ইহা গাছের কাণ্ড অথবা পুরুষ(অয়ং স্থাণুর্বাপুরুষোবা)। অতঃপর স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে ঐ ব্যাক্তির হস্ত, পদ ইত্যাদির উপলব্ধি হবে। তারপর ঐ ব্যক্তির পরামর্শ হবে - 'ইহাতে পুরুষত্বব্যাপ্য হস্ত, পদ প্রভৃতি রয়েছে'। তারপর ইহা অবশ্যই পুরুষ (অয়ং পুরুষঃ) এরকম নিশ্চিৎ জ্ঞান হবে। কিন্তু এই জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান, অথচ ইহা পরামর্শ থেকে উৎপন্ন। তাহলে পরামর্শজন্যজ্ঞানকে অনুমিতি বললে উক্ত সংশয়ের পরে যে প্রত্যক্ষ(সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষ) তাতে অনুমিতির লক্ষণটি চলে যাওয়ায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে।

যদি কেউ এক্ষেত্রে এমন বলেন যে, ‘পুরুষত্বব্যাপ্যহস্তপদাদিমান্ অয়ম্’ এরূপ পরামর্শের দ্বারা ‘অয়ং পুরুষঃ’ এরূপ অনুমিতিই উৎপন্ন হয়, তাহলে অনুমিতি লক্ষণে আর অতিব্যাপ্তি দোষ হবে না। কিন্তু অন্নংভট্টের মতে এরূপ জ্ঞান অনুমিতি নয়। কারণ যে স্থলে যে জ্ঞান হয়, তা অনুব্যবসায় বা মানস প্রত্যক্ষে জানা যায়। যদি কোথাও প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, তবে তার অনুব্যবসায় হবে - ‘আমি ইহা প্রত্যক্ষ করি’(অহং প্রত্যক্ষয়ামি)। আবার যদি কোথাও অনুমিতি হয় - তবে তার অনুমিতি হবে ‘আমি ইহা অনুমান করি’(অহং অনুমিনোমি)। বর্তমানক্ষেত্রে কিন্তু ‘আমি পুরুষটিকে প্রত্যক্ষ করি’ - এরূপ অনুব্যবসায় হয়ে থাকে। সুতরাং এই জ্ঞান পরামর্শজাত প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তাই অনুমিতি লক্ষণে অতিব্যাপ্তির আপত্তি বজায় থাকল।

উক্ত আপত্তির উত্তরে অন্নংভট্ট বলেন, ‘পরামর্শজন্যংজ্ঞানং অনুমিতি’ অনুমিতির এই লক্ষণটি সম্পূর্ণ নয়। কেবল পরামর্শজন্যজ্ঞান অনুমিতি নয়, পক্ষতাসহকৃত পরামর্শজন্যজ্ঞানই অনুমিতি। ‘অয়ং পুরুষঃ’ এরূপ সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে পরামর্শজন্যত্ব থাকলেও পক্ষতাজন্যত্ব না থাকায় অনুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে না। ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে, সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যের নিশ্চিতজ্ঞান থাকলেও প্রত্যক্ষ হতে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু সিদ্ধি প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক অর্থাৎ সিদ্ধি থাকলে আর অনুমিতি হবে না। যেহেতু সিদ্ধির অভাবই পক্ষতা। তবে এখানে গ্রন্থকার অন্নংভট্ট বলেছেন, সিদ্ধির অভাবকে পক্ষতা বললেও এই সিদ্ধিতে একটি বিশেষণ যোগ করতে হবে। সেটি হল - ‘সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টত্ব’। অনুমান করার ইচ্ছাকে সিষাধয়িষা বলে। আর ‘বিরহ’ কথাটির অর্থ অভাব। তাহলে সম্পূর্ণ অর্থটি দাঁড়ায় অনুমান করার ইচ্ছার অভাববিশিষ্টসিদ্ধির অভাবকে পক্ষতা বলে।

সিদ্ধি থাকলে সাধারণতঃ অনুমিতি হয় না। কিন্তু সিদ্ধি থাকলেও অনুমিতি হবে যদি সিষাধয়িষা থাকে। যদি সিদ্ধি না থাকে, তবে সিষাধয়িষা থাক বা না থাক্ অনুমিতি হবে। যদি সিদ্ধি থাকে, সিষাধয়িষা না থাকে, তাহলে অনুমিতি হবে না। কোন কার্যের ক্ষেত্রে উত্তেজকের অভাববিশিষ্ট প্রতিবন্ধকের অভাব যেমন প্রয়োজন, তেমনি অনুমিতির ক্ষেত্রে সাধন করার ইচ্ছার অভাববিশিষ্ট সাধ্যের নিশ্চিত জ্ঞানের অভাব অর্থাৎ সিদ্ধির অভাব যাকে পক্ষতা বলে তার বিশেষ প্রয়োজন।

দাহাদি কার্যে যেমন উত্তেজক সূর্যকান্তমণির অভাব-বিশিষ্ট চন্দ্রকান্তমণির উপস্থিতি দাহের প্রতিবন্ধক, তার অভাবই দাহের কারণ। ঠিক তেমনি অনুমিতি স্থলে উত্তেজক সিষাধয়িষার অভাব-বিশিষ্ট সিদ্ধিই প্রতিবন্ধক, তার অভাবই অনুমিতির কারণ।

সহজ কথা হল ন্যায়মতে, যে সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির জন্য একই সামগ্রী উপস্থিত থাকে, সে সব ক্ষেত্রে যদি সিষাধয়িষা না থাকে, তবে সতন্ত্রভাবে উহা কেবল অনুমিতির প্রতিবন্ধক হবে। পূর্বোক্ত সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির একই সামগ্রী থাকলেও সিষাধয়িষা না থাকায়, ইহা প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক না হয়ে স্বতন্ত্রভাবে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। তাই অন্নংভট্টের মতে অনুমিতির লক্ষণে পক্ষতা সহকৃত এই বিশেষণ যোগ করলে সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে অনুমিতির উক্ত লক্ষণের আর অতিব্যাপ্তি হবে না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ